

কৃষি
সমৃদ্ধি

দেশি সুগন্ধি চাল

দেশের উন্নতি যদি চাই মনে প্রাণে
আঙিনা সুরভিত হোক দেশের ধানে

বিশেষ জাতের ধান থেকে সুগন্ধি চাল তৈরি করা হয়। বাংলাদেশে এলাকাভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধান আবাদের প্রচলন আছে। প্রধানত পোলাও, বিরিয়ানি, কাচি, জর্দা, ভুনা-খিঁচুড়ি, ফিরনি, পায়েসসহ আরও নানা পদের সুস্বাদু ও দামি খাবার তৈরিতে সুগন্ধি চাল বেশি ব্যবহার হয়। বিয়ে, পূজা-পার্বণ, সেমিনার, ওয়ার্কপসহ সব ধরনের অনুষ্ঠানে সুগন্ধি চালের ব্যবহার অতি জনপ্রিয়। অনেক সচ্ছল পরিবারে, বনেদি ঘরে সাধারণ চালের পরিবর্তে সুগন্ধি (কাটারিভোগ, বাংলামতি) সিদ্ধ চালের ভাত খাওয়ার রেওয়াজ অহরহ দেখা যায়। চাইনিজ, ইতালিয়ান, থাই, ইন্ডিয়ান হোটেল-রেস্টুরেন্ট, পাঁচ তারকা বিশিষ্ট হোটেল-মোটেল, পর্যটন কেন্দ্রে প্রধানত ভাত, পোলাও নানা পদের খাবার পরিবেশনে সুগন্ধি চাল ব্যবহার করা হয়। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ দেশি অতি উন্নত মানের সুগন্ধি চালের জাতগুলো সম্পর্কে ধারণা ও প্রচারণার অভাব থাকায় এসব নামি-দামি হোটেলে আমাদের জনপ্রিয় সুগন্ধি ধানের জাতগুলোর পরিবর্তে বিদেশি বাসমতি জাতের চাল ব্যবহার প্রচলন দেখা যায়। অথচ নিজ দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল ব্যবহার করে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়াসহ বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা যায়।

সুগন্ধি চালের জাত

বিভিন্ন জেলায় অঞ্চলভিত্তিক প্রচুর সুগন্ধি ধানের জাত আছে। জাতগুলোর মধ্যে অধিকাংশই অতি সুগন্ধি। এ জাতগুলো প্রধানত চিনি গুড়া, কালিজিরা, কাটারিভোগ, তুলসীমালা, বাদশাভোগ, খাসখানী, বাঁশফুল, দুর্বাশাইল, বেগুনবিচি, কালপাথরী অন্যতম। হালকা সুগন্ধযুক্ত জাতগুলোর মধ্যে পুনিয়া, কামিনীসরু, জিরাভোগ, চিনিশাইল, সাদাগুড়া, মধুমাধব, গোবিন্দভোগ, দুধশাইল প্রধান। প্রচলিত জাতগুলোর বেশির ভাগই হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ক্ষমতা সাধারণত উচ্চফলনশীল জাতের তুলনায় অনেক কম। ব্রি উদ্ভাবিত বাংলাদেশে আবাদকৃত উচ্চফলনশীল সুগন্ধি জাতগুলো হলো বিআর ৫, ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৩৭, ব্রি ধান৩৮, বাংলামতি (ব্রি ধান৫০) বিনাধান-৯, বিনাধান-১৩ এসব।

বাংলাদেশের বাংলামতিসহ সুগন্ধি ধানের বৈশিষ্ট্য

- * বাংলামতি ধানের চাল ভারত ও পাকিস্তানের বাসমতি ধানের চালের সমকক্ষ। সুপার ফাইন অ্যারোমেটিক রাইস হিসেবে বিশ্বব্যাপী ভারত-পাকিস্তানের বাসমতি চালের যে জনপ্রিয়তা, সুনাম রয়েছে ঠিক সে চালই পাওয়া যাবে বাংলাদেশের বাংলামতি ধান থেকে;
- * বাংলাদেশে উৎপাদিত বাংলামতিসহ অন্যান্য সুগন্ধি চালের বাজারমূল্য আমদানিকৃত সুগন্ধি চালের থেকে অনেক কম, তাই বাণিজ্যিক দিক থেকে খুবই সাশ্রয়ী। অন্যদিকে এর গুণগতমান আমদানিকৃত চাল থেকে কোনো অংশেই কম নয়;
- * বাংলাদেশে উৎপাদিত সুগন্ধি চালে অ্যামাইলেজ কম থাকায় ভাত হয় ঝর ঝরে ও দৃষ্টিনন্দন;
- * আমাদের দেশের উৎপাদিত সুগন্ধি চাল বর্তমানে বিদেশের রফতানি হচ্ছে;
- * আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতি টন সুগন্ধি চালের গড় দাম ১ হাজার ৫০০ থেকে ১ হাজার ৭০০ ডলার। সুতরাং বাংলামতিসহ অন্যান্য দেশীয় সুগন্ধি চাল ব্যবহার বাড়ালে আমাদের আমদানি খরচ অনেক কমে যাবে;
- * সুগন্ধি চালের দেশীয় বাজার চাহিদা বাড়ালে কৃষকের সুগন্ধি চালের উৎপাদন ও এর ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য উপসহকারী কৃষি অফিসার বা উপজেলা কৃষি অফিসে যোগাযোগ করুন। তাছাড়া, কৃষি বিষয়ক তথ্য পেতে যেকোনো মোবাইল অপারেটর থেকে কৃষি কল সেন্টারে ১৬১২৩ নম্বরে ফোন করুন।



প্রচারে: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, যশোর অঞ্চল, যশোর।

